দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

একটি জাতি সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এই শিক্ষার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি জাতির উন্নতির শিখরে আরোহণের মূলে থাকে তার শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধন। তাই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য চাই শিক্ষা। শিক্ষাগত যোগ্যতা মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে না। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষকে কষ্টক্লেশ সহ্য করে বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে সে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। শিক্ষা ব্যতীত ব্যক্তি জীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। আর ব্যক্তি জীবনের উন্নতি বিধান না ঘটলে সমাজ জীবন বা রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সে সময়ে দেশে তেমন প্রসারতা ছিল না। শিশুদেরকে সামাজিকীকরণের জন্য শুধুমাত্র কিছু কিছু নীতির মধ্য দিয়ে উপযোগী করে তোলা হত। এমনিভাবে ধীরে ধীরে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ হয়ে পড়ল সুসভ্য, প্রয়োজনীয়তা বোধ করলো সুশিক্ষার এবং এই প্রয়োজন বোধ থেকেই মানুষ শিক্ষার প্রসার ঘটালো। এই প্রয়োজনীয়তা এখন আর অঞ্চল ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ রইল না, এর প্রসার ঘটল ব্যাপকভাবে। ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য। এ দু'য়ের মধ্যে দৃঢ় সংগঠন হচ্ছে শিক্ষা। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি তার অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের উপকার বা উন্নতি সাধন করে থাকে। কিন্তু একজন শিক্ষাহীন ব্যক্তির দ্বারা তা সম্ভব নয়। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ পরিপূর্ণ জীবনের সন্ধান জানতে পারে না। সমাজ বিকাশে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তেমন কোন অবদানই থাকে না। বরং ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান বর্জিত এদের মধ্যে প্রায় সময়ই অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং এরাই তখন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মানব সভ্যতার উন্নতির পথে তথা সামাজিক উৎকর্ষতার মূলে। জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্যই শিক্ষা। তাইতো বলা হয় "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। জন্মযুগান্তরের চাহিদা। শিক্ষা মানুষের বিবেক বোধের উন্মেষ ঘটায়। জাতিকে জাগ্রত করে চিন্তাধারার উৎকর্ষতায়। ব্যাপৃত করে তার জ্ঞানের পরিমণ্ডল। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের মূলে এই শিক্ষা। শিক্ষার প্রয়োজন কখনোই মানুষের কাছে শেষ হয় না। তাই জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং শিক্ষার আলোকে সুষ্ঠু মানসিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হওয়া আমাদের সকলেরই উচিত। বস্তুতঃ মানবতাবোধ, দেশপ্রেম, পারস্পরিক সম্প্রীতি সহিষ্ণুতা এবং দুস্থ মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে শিক্ষার যথার্থ প্রয়োজনীয়তা।

—নাঈমা খানম বিউটি

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে প্রতিবন্ধকতা

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার কথা অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, দেশের শতকরা ৭০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই কোন পাকা দালান নেই। বিদ্যালয়ে পাকা ও পৃথক শ্রেণীকক্ষ এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সংকট অত্যন্ত প্রকট। পৃথক শ্রেণী কক্ষ না থাকায় শিক্ষার্থীদের মিলিত কলরবে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকে না। দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই বাঁশের বেড়া, ঢেউটিনের ছাদ ও মেঝ কাঁচা মাটির। পুরানো পাকা দালানগুলোও জীর্ণদশা নিয়ে কোন ক্রমে টিকে আছে। শতকরা ২৫ ভাগ স্কুলে ব্ল্যাক বোর্ড নেই এবং ১০ ভাগ স্কুলে বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা নেই। গ্রাম বাংলার এসব অবহেলিত বিদ্যালয়ে কেবল বেঞ্চের অভাবেই অধিক ছাত্র-ছাত্রী বসতে পারে না। সব মিলিয়ে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এক হতাশাজনক অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষার উপকরণের চেয়েও শিক্ষকের অভাবই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী নীতি অনুযায়ী প্রতি ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। এ হিসাবে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আরো প্রায় ৬০/৭০ হাজার শিক্ষক অবশ্যক। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিযোগ্য ছেলে-মেয়ের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। অথচ মাত্র শতকরা ৬৭ জন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। অর্থাৎ শতকরা ৩৩ জন শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যেও পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ত্যাগে বাধ্য হয়।

এদিকে বর্তমান সরকার ১৯৯৫ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ের শিক্ষা অবৈতনিক করার কথা ভাবছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কি শিক্ষার বাঞ্ছিত প্রসার ঘটবে? সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বেতন দিতে হয় না। তা সত্ত্বেও বিপুলসংখ্যক শিশু আদৌ স্কুলে ভর্তি হতে যেমন পারে না, তেমনি অর্ধেক শিক্ষার্থীই তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না। শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া নিশ্চই একটি সুসংবাদ। কিন্তু শিক্ষার প্রসার ব্যতীত কিছুসংখ্যক ভাগ্যবানের জন্য এ সুবিধা প্রসার জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

শিক্ষার প্রসারই এ যুগের সবচেয়ে বড় দাবী। তাই যে সব বাস্তব কারণে বিপুল অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও দেশে শিক্ষার হার এত নিম্ন পর্যায়ে, সে কারণগুলো দূর করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা নিতে হবে।

—মোজহারুল হক (বাবুল)